রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ২৬, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

সড়ক বিভাগ

ননগেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর শাখা

সংশোধিত প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ আষাঢ় ১৪২১ বঙ্গাব্দ/২৪ জুন ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৫.০০.০০০০.০৩০.১৫.০০১.১৪-২০৫—প্রজ্ঞাপন নম্বর ৩৫.০০.০০০০.০৩০.১৫.০০১.১৪-১০৪ তারিখঃ ০৭ এপ্রিল, ২০১৪ সংশোধন করে সরকার টোল নীতিমালা, ২০১৪ জনস্বার্থে বিবেচনায় ০১ জুলাই ২০১৪ এর পরিবর্তে ০১ **নভেম্বর ২০১৪** তারিখ হতে কার্যকর হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তসলিমা কানিজ নাহিদা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ শাহ্-ই-আলম পাটোয়ারী ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

মূল্য : টাকা ৪.০০

টোল নীতিমালা, ২০১৪

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুদৃঢ় সড়ক, সেতু, উড়ালসেতু, ফেরী, টানেল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ব্যয়বহুল, নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সংরক্ষণ, সংস্কার, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য অর্থ যোগানের নিমিত্ত সড়ক এবং সড়ক অবকাঠামোর উপর টোল আরোপ করা হয়। টোল হতে আদায়কৃত অর্থ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে জমা হবে এবং এ তহবিলের অর্থ দ্বারা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর সড়ক নেটওয়ার্ক সর্বদা ব্যবহার উপযোগী রাখা যাবে। এছাড়া টোল আদায়ের বিদ্যমান পদ্ধতি স্বচ্ছ, আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যেও একটি সময়োপযোগী নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষাপটে টোল আদায়ের বিদ্যমান পদ্ধতি আধুনিক ও যুগোপযোগী এবং সমন্বিত টোল হার নির্ধারণের মাধ্যমে সরকারের নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের লক্ষ্যে সরকার এ নীতিমালা প্রণয়ন করল।

২। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

১.১ এ নীতিমালা টোল নীতিমালা, ২০১৪ নামে অভিহিত হবে;

১.২ সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখ থেকে এ নীতিমালা কার্যকর করবে এবং

১.৩ সড়ক বিভাগের অধিনস্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক, জেলা সড়ক, টোল সড়ক, সেতু, উড়ালসেতু, ফেরী, টানেল ও ঘোষিত অন্যান্য স্থাপনা এ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়—

(১) **"অধিদপ্তর"** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(২) **"প্রধান প্রকৌশলী"** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী;

(৩) **"গুরুত্বপূর্ণ সড়ক"** অর্থ অর্থনৈতিক ও অবস্থানগত গুরুত্ব ট্রাফিক সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক হিসেবে সরকার কর্তৃক ঘোষিত যে কোন শ্রেণীর সড়ক;

(৪) **"জাতীয় মহাসড়ক"** অর্থ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জাতীয় মহাসড়ক হিসেবে সংজ্ঞায়িত সড়ক;

(৫) **"আঞ্চলিক মহাসড়ক"** অর্থ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক আঞ্চলিক মহাসড়ক হিসেবে সংজ্ঞায়িত সড়ক;

(৬) **"জেলা সড়ক"** অর্থ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জেলা সড়ক হিসেবে সংজ্ঞায়িত সড়ক;

(৭) **"সেতু"** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন স্থায়ী সেতু;

(৮) **"উড়ালসেতু"** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন উড়ালসেতু (ফ্লাইওভার/ওভারপাস);

(৯) **"ফেরী"** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ফেরী;

(১০) **"টানেল"** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন টানেল;

(১১) **"ঘোষিত স্থাপনা"** অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্য যে কোন স্থাপনা;

(১২) **"অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ও এন্ড এম)"** অর্থ নির্ধারিত ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ধৃত সর্বনিম্ন ফি'র ভিত্তিতে টোল আদায়ের পদ্ধতি;

(১৩) **"ইজারা"** অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত হাবে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় উদ্ধৃত সর্বোচ্চ মূল্যে টোল আদায়ের পদ্ধতি;

(১৪) **"বিভাগীয়"** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে টোল আদাযের পদ্ধতি;

(১৫) **"পিপিপি"** অর্থ সরকারি এবং বেসরকারি অংশীদায়িত্ব যাতে সরকারের প্রতিনিধি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(১৬) **"তহবিল"** অর্থ 'সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩' এর ১২ (১) উপ-ধারা এর অধীন গঠিত তহবিল;

(১৭) **"টোল প্লাজা"** অর্থ টোল আদায়ের জন্য নির্ধারিত স্থাপনা, সরঞ্জরাম, আইসিটি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও সংলগ্ন এলাকা;

(১৮) **"টোল সড়ক"** অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত টোলযোগ্য সড়ক;

(১৯) **"সরঞ্জামাদি"** অর্থ টোল আদায়ের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সিস্টেম, সফটওয়্যার ইত্যাদি;

(২০) **"নির্ধারিত পদ্ধতি"** অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি;

(২১) **"আর এফ আইডি ট্যাগ"** অর্থ যানবাহনের তথ্য প্রাপ্তি ও টোল আদায়ে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ট্যাগ;

(২২) **"স্মার্ট কার্ড"** অর্থ টোল প্রদানের জন্য ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক কার্ড;

(২৩) **"টাচ এন্ড গো সিস্টেম"** অর্থ টোল প্রদানের জন্য ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি;

(২৪) **"ইটিসি"** অর্থ টোল আদায়ের জন্য ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি;

(২৫) **"সেতুর দৈর্ঘ্য"** অর্থ সেতুর এক এবাটমেন্ট থেকে অন্য এবাটমেন্ট এর দূরত্ব;

(২৬) **"ও এন্ড এম অপারেটর"** অর্থ এ পদ্ধতি পরিচালনার জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান; এবং

(২৭) **"ইজারাদার"** অর্থ ইজারা পরিচালনা জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান।

৩। উদ্দেশ্য

৩.১ বর্তমান টোল আদায় পদ্ধতি স্বচ্ছ, আধুনক ও যুগোপযোগী করা;

৩.২ টোল আরোপযোগ্য সড়ক, টোল সড়ক, সেতু, উড়ালসেতু, ফেরী, টানেল ও অন্যান্য স্থাপনা চিহ্নিত করা;

৩.৩ সমন্বিত টোল হার নির্ধারণ করা;

৩.৪ কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে টোল আদায় কার্যক্রম মনিটরিং করা এবং

৩.৫ সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করা।

৪। টোল আরোপযোগ্য স্থাপনা

৪.১ সড়ক

৪.১.১ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়ক এবং

৪.১.২ টোল সড়ক।

৪.২ সড়ক সেতু

৪.২.১ ফেরীর স্থলে নির্মিত স্থায়ী সেতু এবং

৪.২.২ ২০০ (দুইশত) মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যের স্থায়ী সেতু।

৪.৩ উড়ালসেতু

৪.৩.১ সরকার কর্তৃক টোল আদায়ের জন্য নির্ধারিত উড়ালসেতু।

৪.৪ ফেরী

৪.৪.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সকল ফেরী।

৪.৫ অন্যান্য স্থাপনা

৪.৫.১ টানেল;

৪.৫.২ পিপিপি'র আওতায় নির্মিত এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থাপনা ও সড়ক এবং

৪.৫.৩ সরকার ঘোষিত যে কোন স্থাপনা।

৫. টোল আদায় পদ্ধতি

৫.১ অপরেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ও এন্ড এম)

৫.২ ইজারা

৫.৩ বিভাগীয়

৫.১ অপরেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ও এন্ড এম) পদ্ধতি

৫.১.১ অপারেটর উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ৩ (তিন) বছরের জন্য ফি এর ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। তবে কৃতকার্য অপারেটরকে "গুরুত্বপূর্ণ সড়ক" এর ক্ষেত্রে বিগত বছরের দৈনিক গড়ের ৩০ (ত্রিশ) দিন এবং অন্যান্য শ্রেণীর সড়কের ক্ষেত্রে ৯০ (নব্বই) দিনের আদায়কৃত টোলের সমপরিমাণ অর্থ জামানত হিসেবে জমা রাখতে হবে;

৫.১.২ সরকার নির্ধারিত হারে যানবাহনভিত্তিক টোল আদায় করা হবে;

৫.১.৩ টোল হিসেবে আদায়কৃত অর্থ হতে প্রযোজ্য বিভিন্ন কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভি, সারচার্জ ইতাদি পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে যথাসময়ে জমা দিতে হবে;

৫.১.৪ অপারেটর উদ্ধৃত মূল্যে ফি পাবেন। প্রাপ্য ফি এর মধ্যে প্রযোজ্য বিভিন্ন কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভি, সারচার্জ ইতাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ফি প্রদানের সময় প্রযোজ্য বিভিন্ন কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভি, সারচার্জ কর্তন করে রেখে দেয়া হবে ও সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে পরবর্তী ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে। তবে কোন মাসে পূর্ববর্তী বছরের সংশ্লিষ্ট মাসের আদায়ের চেয়ে কম টোল আদায় ও জমা করা যাবে না। আদায়কৃত কম অর্থ পরবর্তী মাসে অপারেটরের জামানত থেকে কর্তন করে সমন্বয় করা হবে;

৫.১.৫ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর প্রতিটি টোল প্লাজায় বছরে কমপক্ষে দুই বার ট্রাফিক কাউন্ট সার্ভে করবে। সার্ভে রিপোর্টের সাথে টোল আদায়ের পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

৫.১.৬ আদায়কৃত অর্থ পরবর্তী ব্যাংক কার্যদিবসে পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট হিসাবে আবশ্যিকভাবে জমা প্রদান করতে হবে। প্রতি সপ্তাহের প্রথম ও চতুর্থ কার্যদিবসে উক্ত হিসাবে জমাকৃত অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে আবশ্যিকভাবে জমা প্রদান করতে হবে;

৫.১.৭ টোল আদায়ের জন্য টোল স্থাপনা, সরঞ্জামাদি, সফটওয়্যারসহ আইসিটি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সরবরাহ করবে এবং নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা একই অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত থাকবে;

৫.১.৮ টোলভুক্ত সেতু এবং সেতুর এপ্রোচ, টোল প্লাজা ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন করা হবে;

৫.১.৯ পর্যায়ক্রমে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সিস্টেম (আর এফ আইডি ট্যাগ, স্মার্ট কার্ড, টাচ এন্ড গো সিস্টেম, ইটিসি) চালু করা হবে;

৫.১.১০ টোল প্লাজা অতিক্রমকারী যানবাহনের সময় ও শ্রেণী উল্লেখ করে আদায়কৃত টোলের হিসাব সম্বলিত পাক্ষিক প্রতিবেদন ও এন্ড এম অপারেটর ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ এবং প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের নিকট দাখিল করবে। প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর এতদ্‌সংক্রান্ত একীভূত প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলী পর্যালোচনাপূর্বক মতামতসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন;

৫.১.১১ টোল আদায় কার্যক্রম সার্বক্ষণিক অনলাইন মনিটরিং এর জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, সফটওয়্যার, কম্পিউটার ইত্যাদি ও জনবলসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং ইউনিট থাকবে। প্রয়োজনে জোন পর্যায়েও অনুরূপ মনিটরিং ইউনিটি স্থাপন করা যাবে; এবং

৫.১.১২ মন্ত্রণালয় হতে একই অনলাইন সিস্টেম ব্যবহার করে কেন্দ্রীয়ভাবে টোল আদায় মনিটরিং করা হবে। অপারেশন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিকল্প বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ও তথ্য ভাণ্ডার সংরক্ষণের জন্য ব্যাকআপ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫.২ **ইজারা**

৫.২.১ "ও এন্ড এম" পদ্ধতিতে টোল আদায়ের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত উন্মুক্ত ইজারা ডাক পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে;

৫.২.২ সকল ক্ষেত্রে ইজারার জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্ধারিত অভিন্ন ডকুমেন্ট অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে অভিন্ন ডকুমেন্ট হালনাগাদ করা যাবে;

৫.২.৩ ইজারা চুক্তির মেয়াদ ১ (এক) বছর হবে;

৫.২.৪ চলমান ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ৪ (চার) মাস পূর্বে নতুন ইজারাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু এবং ১ (এক) মাস পূর্বে ইজারাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে;

৫.২.৫ ট্রাফিক কাউন্ট সার্ভের মাধ্যমে যানবাহনের শ্রেণী অনুযায়ী সংখ্যা নিরূপণ করে ইজারার সম্ভাব্য ভিত্তি মূল্য নির্ধারিত হবে;

৫.২.৬ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে ইজারা চুক্তি সম্পাদিত হবে;

৫.২.৭ ইজারার নিরাপত্তা জামানত ৬ (ছয়) মাসের প্রদেয় ইজারা মূল্যের সমপরিমাণ হবে;

৫.২.৮ ইজারার বিপরীতে প্রদেয় আয়কর, ভ্যাট, সারচার্জ, লেভি ইত্যাদি ইজারাদার কর্তৃক পরিশোধিত হবে;

৫.২.৯ নতুন টোল হার চলমান ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কার্যকর হবে; এবং

৫.২.১০ টোল ঘর অতিক্রমকারী যানবাহনের শ্রেণী, সংখ্যা ও তারিখ উল্লেখ করে পাক্ষিক প্রতিবেদন ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের নিকট দাখিল করবে। প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর এতদ্‌সংক্রান্ত একীভূত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক মতামতসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

৫.৩ বিভাগীয়

৫.৩.১ বিভাগীয় টোল আদায় নিরুৎসাহিত করা হবে। কোন কারণে ইজারাদার নিয়োগ করা সম্ভব না হলে অথবা কোন কারণে নিয়োগকৃত ইজারাদার টোল আদায়ের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে বিভাগীয় পদ্ধতির মাধ্যমে টোল আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে;

৫.৩.২ বিভাগীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী দ্বারা টোল আদায় কার্যক্রম পরিচালিত হবে;

৫.৩.৩ আদায়কৃত অর্থ হতে প্রযোজ্য বিভিন্ন কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভি, সারচার্জ ইত্যাদি পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে যথাসময়ে জমা দিতে হবে;

৫.৩.৪ দৈনিক আদায়কৃত টোলের অর্থ পরবর্তী দিন ব্যাংকিং সময়ের মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর উপ-বিভাগীয় কার্যালয় পরিচালিত ব্যাংকের নির্ধারিত হিসাবে জমা করতে হবে। প্রতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে আবশ্যিকভাবে জমা প্রদান করতে হবে। ট্রেজারি চালান প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সিটিআর করে উপ-বিভাগীয় কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

৫.৩.৫ আদায়কৃত টোলের হিসাব সম্বলিত পাক্ষিক প্রতিবেদন আদায়কারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিকট দাখিল করবে। প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর প্রধান প্রকৌশলী এতদ্‌সংক্রান্ত একীভূত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক মতামতসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

৬. **আদায়কৃত টোল জমাকরণ**

৬.১ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গঠিত 'সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল' এ টোল বাবদ আদায়কৃত অর্থ নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।

৭. **টোল নির্ধারণে বিবেচ্য**

৭.১ **সড়কের ধরন ঃ** সড়কের ধরন অনুযায়ী স্থাপনাসমূহের টোলের হার নির্ধারিত হবে। সড়কের শ্রেণীবিন্যাস হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) গুরুত্বপূর্ণ সড়ক;

(খ) জাতীয় মহাসড়ক;

(গ) আঞ্চলিক মহাসড়ক;

(ঘ) জেলা সড়ক;

(ঙ) টোল সড়ক;

(চ) পিপিপি'র ভিত্তিতে নির্মিত সড়ক ও স্থাপনা; এবং

(ছ) ঘোষিত অন্য যে কোন স্থাপনা।

৭.২ টোল হার নির্ধারণের ভিত্তি

৭.২.১ একই প্রকৃতির সমজাতীয় সড়ক ও স্থাপনার ক্ষেত্রে টোলের হার একই হবে;

৭.২.২ সড়ক, সেতু, স্থাপনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে নির্মাণ ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, ডিজাইন লাইফ, যানবাহনের সংখ্যা, আকার, সড়কের শ্রেণী (ট্রাফিক ফ্লিট), প্রযোজ্য বিভিন্ন কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভি, সারচার্জ ইত্যাদির ভিত্তিতে টোল হার নির্ধারিত হবে;

৭.২.৩ টোল সড়কের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটার ভিত্তিতে টোল হার নির্ধারিত হবে। সেতু ও ফেরীর ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যের স্তর বিন্যাস নিম্নরূপ হবে :

দৈর্ঘ্যের স্তর (মিটার)	> ১০০০	৭৫১-১০০০	৫০১-৭৫০	২০১-৫০০

৭.২.৪ অল্প দূরত্বের মধ্যে দুই বা ততোধিক সেতুর অবস্থান হলে যানজট হ্রাসকল্পে দুই বা ততোধিক সেতুর টোল যে কোন সেতুতে একত্রে আদায় করা যাবে; এবং

৭.২.৫ ফেরীর স্থলে স্থায়ী সেতু নির্মিত হলে সেতুর দৈর্ঘ্য ২০০ মিটারের কম হলেও ফেরীর জন্য নির্ধারিত হারে কমপক্ষে ১ বছর টোল আদায় করতে হবে।

৭.৩ যানবাহনের শ্রেণী

যানবাহনের শ্রেণী	যানবাহনের ধরন	বর্ণনা
ক.	ট্রেইলার	কন্টেইনার/ভারী যন্ত্রপাতি/ভারী মালামাল/সরঞ্জাম পরিবহনে সক্ষম যান
খ.	হেভী ট্রাক	তিন বা ততোধিক এক্সেল বিশিষ্ট ট্রাক, কাভার্ড ট্রাক/ ভ্যান, কন্টেইনারবাহী ট্রাক এবং অন্যান্য আর্টিকুলেটেড যানবাহন
গ.	মিডিয়াম	দুই এক্সেল বিশিষ্ট রিজিড ট্রাক/বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত ট্রাকটর ও ট্রেইলার
ঘ.	বড় বাস	চালক ব্যতীত ৩১ অথবা তদূর্ধ্ব আসন বিশিষ্ট মোটরযান
ঙ.	মিনি ট্রাক	৩ টন পর্যন্ত পে-লোড ধারণে সক্ষম যানবাহন
চ.	কৃষি কাজে ব্যবহৃত যান	পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ইত্যাদি
ছ.	মিনিবাস/কোস্টার	চালক ব্যতীত অনধিক ৩০ জন যাত্রী বহনের উপযোগী মোটরযান
জ.	মাইক্রোবাস	চালক ব্যতীত অন্যূন ৮ এবং অনধিক ১৫ জন যাত্রী বহনের উপযোগী মোটরযান
ঝ.	ফোর হুইল চালিত যানবাহন	পিক-আপ, কনভারশনকৃত জীপ, রেকার, ক্রেন ইত্যাদি
ঞ.	সিডান কার	ব্যক্তিগত এবং ভাড়ায় চালিত সকল সিডান কার

যানবাহনের শ্রেণী	যানবাহনের ধরন	বর্ণনা
ট.	৩/৪ চাকার মোটরাইজড যান	অটো টেম্পো, সিএনজি, অটোরিক্সা, অটোভ্যান, ব্যাটারি চালিত ৩/৪ চাকার যে কোন ধরনের মোটরাইজড যান
ঠ.	মটর সাইকেল	দুই চাকা বিশিষ্ট যন্ত্রচালিত যান
ড.	রিক্সা ভ্যান	মালামাল/যাত্রী পরিবহনে ব্যবহৃত রিক্সা ভ্যান
	রিক্সা	তিন চাকার যাত্রীবাহী সাইকেল রিক্সা
	বাইসাইকেল	প্যাডেলযুক্ত দ্বিচক্রযান
	ঠেলাগাড়ী	পশু ও হাতে চালিত টানা/ঠেলা গাড়ী

৭.৪ যানবাহনের শ্রেণীভেদে টোল হার

৭.৪.১ টোল সেতু

৭.৪.১.১ সড়কের শ্রেণীভেদে ভিত্তি টোল নিম্নরূপ হবে:

সড়কের শ্রেণী	ভিত্তি টোল (টাকায়)
গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক	৪০০
জাতীয় মহাসড়ক	৩০০
আঞ্চলিক	২০০
জেলা সড়ক	১০০

৭.৪.১.২ যানবাহনের শ্রেণীভেদে টোল হার নিম্নরূপ হবে:

যানবাহনের শ্রেণী	ক	খ	গ (ভিত্তি হার)	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড
টোল হারের অনুপাত	২৫০%	২০০%	১০০%	৯০%	৭৫%	৬০%	৫০%	৪০%	৪০%	২৫%	১০%	৫%	২.৫%

৭.৪.১.৩ সেতুর দৈর্ঘ্যের স্তরভেদে টোল হার নিম্নরূপ হবে:

সেতুর দৈর্ঘ্য	টোল হার
দৈর্ঘ্য:>১০০০ মিটার	১২৫%
দৈর্ঘ্য:৭৫১-১০০০ মিটার	১০০%
দৈর্ঘ্য:৫০১-৭৫০ মিটার	৭৫%
দৈর্ঘ্য:২০১-৫০০ মিটার	৫০%

৭.৪.১.৪ সেতুর টোল নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করে নির্ধারণ করতে হবে:

সূত্র: **সড়কের শ্রেণীর ভিত্তিতে ভিত্তি টোল × যানবাহনের শ্রেণীর ভিত্তিতে টোল হার × সেতুর স্তর ভেদে টোল হার=টোল**

উদাহরণ : ক) জাতীয় মহাসড়কে ৫০১-৭৫০ দৈর্ঘ্য স্তরের সেতুর ক্ষেত্রে ঘ শ্রেণীর যানবাহনের টোল নির্ধারণ ভিত্তি টোল (৩০০ টাকা) × ঘ শ্রেণীর যানবাহনের টোল হার (৯০%)× সড়ক সেতুর দৈর্ঘ্যের স্তর (৫০১-৭৫০ মিটার) এর টোল হার (৭৫%)=টোল
৩০০ টাকা×০.৯০×০.৭৫=২০২.৫০ টাকা অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৭.৫ অনুযায়ী ২০৫.০০ টাকা

খ) জেলা সড়কে ২০১-৫০০ দৈর্ঘ্য স্তরের সেতুর ক্ষেত্রে ঙ শ্রেণীর যানবাহনের টোল নির্ধারণ ভিত্তি টোল (১০০ টাকা) × ঙ শ্রেণীর যানবাহনের টোল হার (৭৫%)× সড়ক সেতুর দৈর্ঘ্যের স্তর (২৫১-৫০০ মিটার) এর টোল হার (৫০%)=টোল

১০০ টাকা×০.৭৫×০.৫০=৩৭.৫০ টাকা অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৭.৫ অনুযায়ী ৪০.০০ টাকা

৭.৪.২ টোল সড়ক

৭.৪.২.১ সড়কের শ্রেণীভেদে ভিত্তি টোল নিম্নরূপ হবে:

সড়কের শ্রেণী	ভিত্তি টোল (টাকা/কিলোমিটার)
গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক	২.০০
জাতীয় মহাসড়ক	১.৫০
আঞ্চলিক	১.০০
জেলা সড়ক	০.৫০

৭.৪.১.২ **যানবাহনের শ্রেণীভেদে টোল হার**

যানবাহনের শ্রেণী	ক	খ	গ (ভিত্তি হার)	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড
টোল হারের অনুপাত	২৫০%	২০০%	১০০%	৯০%	৭৫%	৬০%	৫০%	৪০%	৪০%	২৫%	১০%	৫%	২.৫%

৭.৫ টোল পরিশোধের ক্ষেত্রে কারেন্সী নোট এর সহজলভ্যতা

টোল পরিশোধের ক্ষেত্রে কারেন্সী নোট এর সহজলভ্যতার কথা বিবেচনা করে টোলের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) টাকার গুণিতক হিসাবে ধার্য করা হবে। এক্ষেত্রে শতকরা হিসেবে টোলের পরিমাণে ৫ এর গুণিতক না হলে অবশিষ্ট ২.৫ ও তদূর্ধ্ব এবং ২.৪৯ ও তদ্‌নিম্নের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫ এর গুণিতকের উপর এবং নীচের ধাপ বিবেচ্য

৭.৬ ন্যূনতম টোলের পরিমাণ

কোন ক্রমেই টোলের পরিমাণ ৫.০০ টাকার কম হবে না।

৭.৭ পিপিপি এর আওতায় নির্মিত স্থাপনাসমূহ

পিপিপি এর আওতায় নির্মিত স্থাপনাসমূহের টোল আরোপ, আদায় পদ্ধতি ও হার সরকার এবং অর্থ বিনিয়োগকারী সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী হবে।

৭.৮ বিশেষ বিবেচনায় টোল হার হ্রাস, বৃদ্ধি, মওকুফ ইত্যাদির ক্ষমতা

৭.৮.১ স্থাপনার অবস্থান (মহানগর, পৌরসভা, বিচ্ছিন্ন এলাকা);

৭.৮.২ ভৌগোলিক অবস্থান;

৭.৮.৩ আর্থ-সামাজিক অবস্থা (উন্নত/অনুন্নত);

৭.৮.৪ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়পত্র প্রদর্শন করে ব্যক্তিগত গাড়ীতে টোল অব্যাহতি পাবেন; এবং

৭.৮.৫ সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোন শ্রেণী বা গ্রুপের বাহনের টোল মওকুফ করতে পারবে।

৭.৯ স্টীকার ব্যবহারের সুযোগ ঃ

৭.৯১ টোল স্থাপনার কাছাকাছি বসবাসরত এলাকাবাসী যানবাহনে অনুমোদিত স্টীকার ব্যবহার করে মাসিক ভিত্তিতে টোল পরিশোধ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে দৈনিক একবার আসা এবং যাওয়ার ভিত্তিতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের হিসেবে টোল নির্ধারিত হবে। এবং

৭.৯.২ সরকারি কাজে নিয়োজিত সরকারি যানবাহন অনুমোদিত বিশেষ স্টীকার ব্যবহার করে স্ব-স্ব টোল অধিক্ষেত্রে চলাচল করতে পারবে।

৮. ভিত্তি টোল ও টোল হার নির্ধারণ ঃ

অর্থ বিভাগের সাথে পরামর্শ করে ভিত্তি টোল ও টোল হার সংশোধন করতে হবে। তবে ভিত্তি টোল ও টোল হার একবার চূড়ান্ত হওয়ার পর এ নীতিমালার আলোকে ভিত্তি টোল ও টোল হার অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর যানবাহনের টোল সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সূত্র অনুযায়ী চূড়ান্ত করবে।

৯. টোলের হার বৃদ্ধি ও যৌক্তিকীকরণ ঃ

অর্থ বিভাগের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনে ভিত্তি টোল ও টোল হার সংশোধন ও যৌক্তিকীরণ করা যাবে। প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর ভিত্তি টোল বা টোল হার বা উভয়ই সংশোধন ও যৌক্তিকীরণের উদ্যোগে নেয়া হবে।

১০. টোল নীতিমালা সংশোধন ঃ

সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সময় সময় এ নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। বিন ংরঃব: ীীী.নমঢ়ৎবংং.মড়া.নফ